> সমাজবিজ্ঞানের উপযুক্ত সময়

আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি

বর্তমান সময়ে, যখন রাষ্ট্রনেতারা বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাবকে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং সমাজবিজ্ঞানের ওপর আক্রমণ বেড়েই চলেছে;
এমন এক সময়ে, যখন গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের তুলনায় ভুয়া খবরের বিস্তার ও প্রভাব আরও ব্যাপক;
যে সময়ে অনেক রাজনৈতিক নেতা ঘৃণার ভাষা প্রচার করছেন এবং সমাজের একাংশকে পূর্ণ নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি দিচ্ছেন না;
যে সময়ে, যখন নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে অমানবিক হিসেবে উপস্থাপন করা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার এক সাধারণ কৌশলে পরিণত হয়েছে;
যে সময়ে, যখন নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে অমানবিক হিসেবে উপস্থাপন করা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংহত করার এক সাধারণ কৌশলে পরিণত হয়েছে;
যে সময়ে রাষ্ট্রগুলো গণহত্যা, কাঠামোগত সহিংসতা ও বর্ণবাদ নিয়ে কথা বলাদের নিপীড়ন করছে,
সময়ে অভূতপূর্বভাবে সম্পদের ঘনীভবন ঘটেছে, ফলে অল্প কয়েকজন ধনী ব্যক্তি গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে
যে সময়ে মানবতা এমন এক বৈশ্বিক সঙ্কটসমষ্টির মুখে, যার ফলাফল নির্ধারণ করবে আসন্ন প্রজন্মের তাকদীর,
বর্তমান সময়ে, যখন প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রেও শিক্ষাবিদদের স্বাধীনতা বিপন্ন; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজবিজ্ঞানীদের সমালোচনামূলক পদক্ষেপ এখন চরম প্রয়োজনীয়।
এবং আমরা আমাদের কাজের মূল মূল্যবোধ ও অঙ্গীকারগুলো পুনর্ব্যক্ত করি, যা আমাদেরকে গবেষক, শিক্ষক এবং জনবুদ্ধিজীবী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে।

আমরা বিশ্বাস করি এবং সমর্থন করি:

- একটি **তত্ত্বনির্ভর সমাজবিজ্ঞান** যা তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে, সরলীকৃত কাহিনীকে অগ্রাহ্য করে এবং বিশ্বের বহুমাত্রিকতা গ্রহণ করে,
- একটি **স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান,** যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ক্ষমতাশালীদের কথা সবসময় সত্য নয়,এবং যে মিথ্যা হাজারবার বলা হলেও তা মিথ্যাই থাকে;
- একটি **সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান,** যা ক্রমবর্ধমান অসমতার প্রশ্ন তোলে এবং স্বনির্ভর মানুষ, বাজার ও ভোগবিলাসের সরলীকৃত গুরত্বপূর্ণ, এবং আলফা পুরষত্বের মিথকে চ্যালেঞ্জ করে;
- একটি **জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান,** যা নাগরিক বিতর্কে অংশ নেয়, দাবি করা বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতার আসন থেকে নয়,বরং তাদের সঙ্গে সংলাপে যারা সমাজ পরিবর্তন এবং সাধারণ কল্যাণ রক্ষায় কাজ করছেন;
- একটি **সাধারণ সমাজবিজ্ঞান,** যা অতি স্বল্পকেন্দ্রিকতা ও বিভাজনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে এবং আমাদের সময়ের জরুরি বিষয়গুলোকে সামনে আনে;
- একটি **বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান,** যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের গবেষক ও সামাজিক কর্মীদের কাছ থেকে শেখে কীভাবে ২১শ শতকের চ্যালেঞ্জগুলো বোঝা এবং মোকাবেলা করা যায়, এবং একটি সাধারণ মানবতার অনুভূতি গড়ে তোলায় অবদান রাখে।

>>

“সীমিত এক গ্রহে একসঙ্গে বসবাস করার জন্য সমাজবিজ্ঞান আজ এক অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।”

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজবিজ্ঞান এবং একাডেমিক স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং এগুলোকে রক্ষা ও উন্নত করা অপরিহার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে তথ্যভিত্তিক, ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক জনবিতর্ক আমাদের সময়ের সংকটগুলো বোঝা এবং সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজবিজ্ঞান কেবল আমাদের পৃথিবীকে বোঝাতে সাহায্য করে না, বরং আরও ন্যায্য, বাসযোগ্য, শান্তিপূর্ণ এবং টেকসই ভবিষ্যত গঠনেও সহায়ক। বর্তমান সময়ে, যখন জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, অসাম্য ও ঘৃণা ক্রমশ বাড়ছে, সমাজবিজ্ঞান সীমিত সম্পদের এই গ্রহে একসাথে বসবাসের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

এই ঘোষণাপত্রটি ৬ জুলাই, **২০২৫ সালে রাবাতে অনুষ্ঠিত ৫ম আইএসএ ফোরাম অব সোসিওলজিতে আইএসএ প্রেসিডেন্ট জেফি প্লেয়ার্স** দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। এটি সমর্থন করেছেন আইএসএর প্রাক্তন প্রেসিডেন্টরা: সারি হনাফি, মার্গারেট আব্রাহাম, এবং মিশেল ভিয়েভিওর্কা; আইএসএর বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্টরা: অ্যালিসন লোকনটো, বান্দানা পুরকায়াস্থা, এলিনা ওয়াইনাস এবং মার্টা সোলার, পাশাপাশি ইউরোপীয় ও লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি এবং লাতিন আমেরিকান সামাজিক বিজ্ঞান কাউন্সিল -এর সভাপতি: কাজা গাদোভস্কা, জেসুস ডিয়াজ, এবং পাবলো ভোমারো।

রাবাত, জুলাই, ২০২৫

অনুবাদ: ফারহীন আক্তার ভুঁইয়া, প্রভাষক, সাইন্স এন্ড হিউম্যানেটিজ বিভাগ (সমাজবিজ্ঞান), মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।

আমরা ব্যক্তিগত সমাজবিজ্ঞানী এবং বিস্তৃত সমাজবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমর্থন সংগ্রহ করছি। এই সম্মিলিত অঙ্গীকার ও সংহতির ঘোষণায় আপনার নাম যোগ করে আমাদের সাথে যোগ দিন, এই ফর্মটি পূরণ করে।

ISA International Sociological Association